যুগান্তর

13 FEB 2015

প্রাইভেট মেডিকেলে সাড়ে ৩ হাজার আসন শূন্য

রাশেদ রাব্বি

দেশের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার আসন শূন্য রেখেই সম্পন্ন হয়েছে ২০১৪-১৫ সেশনের ভর্তি প্রক্রিয়া। ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ২০ থেকে ৪০ করায় এবার শিক্ষার্থী সংকটে পড়ে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো। পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়ার আশায় পাস নম্বর কমাতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় দেনদরবার করেও কোনো ফল পায়নি তারা। এদিকে লক্ষ্য বিচ্যুত হল শৈশব থেকে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা লালন করা হাজারও শিক্ষার্থীর।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ৬০ শতাংশ আসন শূন্য রয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ডেন্টাল কলেজে গড়ে ৭৫ শতাংশ আসন খালি ছিল। এ বছর তা ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের ভাষ্যমতে, গত বছর অর্ধেক বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ছাত্রছাত্রী পায়নি আর এ বছর পুরো ১৮টি ডেন্টাল কলেজই বন্ধ হয়ে যাবে।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলো সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর ৪০ করায় একদিকে চরম শিক্ষার্থী সংকট দেখা দিয়েছে অন্যদিকে মেডিকেলে পড়ার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পড়তে পারছে না শিক্ষার্থীরা। হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল ব্যতীত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই গড়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে আবার কোনো প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ বা আরও কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এদিকে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজগুলোর অবস্থা আরও নাজুক। অধিকাংশ ডেন্টাল কলেজ শিক্ষার্থীশূন্য। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) ট্রেজারার ইকরাম হোসেন বিজু বলেন, শিক্ষার্থী সংকটে ডেন্টাল কলেজগুলো বন্ধের উপক্রম হয়েছে। তিনি জানান, গত ১৫ জানুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম শেষ

বন্ধ হয়ে যাবে ১৮টি ডেন্টাল কলেজ

হলেও শর্তের কারণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষার্থী না পাওয়ায় বেশিরভাগ আসন শূন্য রেখেই শুরু করতে হয়েছে এবারের শিক্ষা কার্যক্রম।

এদিকে ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর কমানোর বিষয়ে কয়েক দফা সরকারের কাছে দাবি জানান বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিকরা। ওই দাবি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৪ ডিসেম্বর এবং পরে ৩ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করলেও পরবর্তী সভায় পাস নম্বর না কমিয়ে বিদেশী কোটায় ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়।

অবশ্য একই দাবিতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের মালিকরা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর শিক্ষার্থী ভর্তির পাস নম্বর কমানোর আবেদন করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জান্নাতুন নাঈম স্বাফরিত ১৮ জানুয়ারির এক প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর কমিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ২০ এবং ডেন্টাল কলেজের জন্য ১০ নম্বর করার আবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ আবেদনের বিষয়ে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তবে রাষ্ট্রপতির এ নির্দেশের পরও ভর্তির শর্ত শিথিল করা হয়নি বলে জানিয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন। বিদেশী কোটাসহ যেসব মেডিকেল কলেজে আসন খালি রয়েছে তার মধ্যে ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজে ১১০ আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১০টি, উত্তরার শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের ১২০টি আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৩৪টি, সিলেটের নর্থ-ইস্ট মেডিকেল কলেজের ১২০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪৭টি, উত্তরার ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ১২০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩০টি,

শূন্য : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শূন্য : ৩ হাজার আসন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সিরাজগঞ্জের নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ৭৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩২টি, তুরাগের ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের ১২০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪৯টি, গাজীপুরের তায়রুননেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজের ১০০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪১টি, রাজধানীর সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজের ৯৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ২০টি, সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজের ১৪৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৭টি, কুমিল্লার সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজের ৭৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩০টি, কুমিল্লার ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের ১০৫টি আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৫৩টি, সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজের ৯৫টি আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৪০টি, চট্টগ্রামের মা ও শিশু মেডিকেল কলেজের ১০০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৬টি, সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ১০০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৬১টি, উত্তরার নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজের ৮৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৫টি। চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিকেল কলেজের ৯৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৯টি, রাজধানীর নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৭৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৬৫টি, রংপুরের নর্দান প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ৮০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৩টি। রাজধানীর ডেন্টা মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩৪টি, রাজধানীর উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৫টি, বগুড়ার ঠেঙ্গামাড়ার টিএমএস মেডিকেল কলেজের ১৩০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩৯টি, আদ-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১০টি, রংপুরের কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের ১২৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪২টি, রংপুরের প্রাইম মেডিকেল কলেজের ১২৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৯টি, রাজধানীর জেডএইচ সিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ১০০টি আসনের মধ্যে শূন্য ২৬টি, রাজধানীর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের ১০০টি আসনের মধ্যে শূন্য ২৮টি, রাজধানীর কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ১১০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১০টি, রাজধানীর এমএইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজের ১২০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪৫টি, রাজধানীর গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের ১১০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৫টি, মানিকগঞ্জের মুন্সু মেডিকেল কলেজের ৮০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১৫টি, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ২৭টি, খুলনার গাজী মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩১টি, রাজশাহীর বারিন্দ মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৬টি, খুলনার সিটি মেডিকেল কলেজের ৫০ আসনের মধ্যে সবই শূন্য, রাজধানীর আশিয়ান মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩৯টি, মার্কস মেডিকেল কলেজের ৭৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৯টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪০টি, গাজীপুরের সিটি মেডিকেল কলেজের ৮০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫৬টি, চট্টগ্রামের আইআইএমসিএইচ মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে শূন্য ১১টি, চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজের ১২৫টি আসনের মধ্যে শূন্য ৭২টি, উত্তরার আইসি মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৩৪টি, রাজশাহীর শাহ মকদুম মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে সবই শূন্য, ধানমণ্ডির কেয়ার মেডিকেল কলেজের ৪০টি আসনের মধ্যে শূন্য ২০টি, চট্টগ্রামের মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৪৪টি, কুমিল্লার ময়নামতি মেডিকেল কলেজের ৯০টি আসনের মধ্যে শূন্য ৫০টি, মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজের ৪০টি আসনের মধ্যে শূন্য ২৮টি এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতির নামে প্রতিষ্ঠিত আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজের ৬০টি আসনের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৯টি আসন।